আগে আমরা ক্লাস এর নিয়মগুলো জেনে নেই

ক্লাসের নিয়মাবলি

ক্লাস চলাকালীনঃ

১। ক্লাসের আলোচনার সময় একটি টপিক শেষ হবার পর যখন ইন্ট্রাকটর ======== সাইন দিবেন তখন সাথে সাথে সবাই হাজিরা চিহ্ন হচ্ছে [/] অথবা [.] , এই চিহ্ন মানে হচ্ছে আমি ক্লাসে হাজির আছি কিন্তু আপাতত আমার বলার কিছু নেই , আমি অন্যদের আলোচনাগুলো দেখতেছি । এটা আবশ্যকীয়। হাজিরা চিহ্ন নাই মানে ঐ ভাই ক্লাসে নাই। খুব সম্ভাবনা ঐ ভাই ঘুমিয়ে গেছেন অথবা অন্য কোন কাজ করতেছেন, আর ক্লাসকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

২। সবার কাছে কোন মাশোয়ারা / প্রশ্ন / মন্তব্য চাওয়া হলে অথবা কোন প্রশ্নের পর যাদের কিছু বলার নাই তারা হাজিরা চিহ্ন দিতে পারেন, তাহলে বুঝা যাবে যে, আপনার কিছু বলার নাই অন্যদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আর যাদের কিছু বলার আছে

৩। যখন যে ভাইকে অনুরোধ করা হয়, সেই ভাই মাশোয়ারা / প্রশ্ন / পরামর্শ বলা, যাদের সিরিয়াল এখন আসে নাই, তারা মাশোয়ারা লিখে রেডি থাকা। তাহলে নিজের সিরিয়াল আসলে মাশোয়ারা লিখে সবাইকে জানাতে সময় একটু কম লাগবে ইনশাআল্লাহ।

৪। প্রয়োজন মাফিক হাসি / দুখ চিহ্ন ব্যবহার করা যায়।

৫। কারো নেটে সমস্যা হলে মাঝের যে অংশ মিস গেছে, সেটা চ্যাটে অন্য কোন ভাই থেকে নিয়ে নেয়া যায়।

৬। ক্লাস থেকে না বলে উঠা যাবে না। অনুমতি নিয়ে ক্লাস থেকে উঠতে হবে।

আল কায়দা সৃষ্টির পথভুমি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

إِنَّ الحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ,

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ، يَفْقَهُوا قَوْلِي

আসলে আল কায়দা কোন হুট করে তৈরি হয়েছে এরকম সংগঠন নয়

সংক্ষিপ্তে ভাবে বলতেছি

খিলাফাত পতনের পর খিলাফাত কে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক মুখলিস দ্বীনের কাজ জারি রাখেন

যদিও তাদের উদ্দিশ্য সৎ ছিল কিন্তু ইজতেহাদ গত ভ্রান্তি ছিল

সার্বিক দল গুলো মানহায গত ভাবে ৪ টা আদর্শে বিভক্ত ছিল

যারা সেই আদর্শকে বাস্তবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার বাস্তবিক কার্যকুশল মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে

১। ইখ্বওানি ধারা- যারা কৌশল হিসেবে গনতন্ত্র কে বেছে নিয়েছে

২। নুসরাহ দ্বারা - যারা মুসলিম দেশের সেনাবাহিনিকে দাওয়াত দিয়ে তাদের পক্ষে নিয়ে এসে খিলাফা ঘোষণা দিবে বলেছে

৩। জিহাদি ধারা

৪। তুরাবির ইখওয়ানের ধারা

১ম ২য় টা নিয়ে অনেক কথা বলা যাবে ও তাদের ভুল গুলো যে বাস্তবিকই ভুল তা প্রমান করা যাবে

যদিও খিলাফা পতনের পর মুসলিম দের জিবিত করার জন্য এদের অনেক ভুমিকা রয়েছে

এগুলো ছাড়াও আর ২/৩ টা ধারায় পৃথিবীতে ইসলামের কাজ চলতেছিল কিন্তু তাদের কোন রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল না

যেমন- তাবলীগ জামায়াত, সালাফি আন্দোলন, সুফি আন্দোলন

আচ্ছা তাহলে আল কায়েদার পটভুমি?

এখন আমাদের মুল আলচনার বিষয় হচ্ছে জিহাদি ধারা নিয়ে

খিলাফত পতন হয়েছে ওপনবেশিক সক্তির দ্বারা

ঐপনোবেশিক- ঐ সময় মূলত ব্রিটিশ ও ফরাসিরাই ছিল

তো তাদের দূর করার জন্য ১ম এ যে যুদ্ধ টা হয় তাকে আমরা ক্লাসিক জিহাদ বলি

এবার এই যুদ্ধের বাস্তবতা কি- এই যুধ্যে সাধারন মুসলিম দের কাছে শত্রুকে চিহ্নিত করা সহজ ছিল কারন সত্রু ভিনদেশি ও আসলি কাফির

ঐপনোবেশিক দের বিরুদ্ধে যে জিহাদ টা হলেছিল তাকে ক্লাসিক জিহাদ বলে

এই যুদ্ধে আমরা সামরিক ভাবে জয়ি হলেও রাজনৈতিক ভাবে হেরে যাই

এতে ভিনদেশিরা মুসলিম দেশ থেকে চলে গেলেও মুসলিম দেশ গুলোতে তাদের নাপাক আইন কানুন , কৃষ্টি কালচার জারি রেখে যায়

যারা এই কুফিরি আইন দিয়েই মুসলিমদের শাসন করা শুরু করে

আগে যারা ক্লাসিক জিহাদ করেছিল তাদের অনেকেই এবার বসে গেলেও কিছু হোক পন্থিরা ঠিকই এই শাসক গুলোকে মুরতাদ ফাতওয়া দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে

কারন যারা আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন করে না তারা মুরতাদ

এই ইরতেদাতের বিষয়টা সাধারন মানুষকে উনারা বুঝাতে সক্ষম হয়নি

আজও এই সংশয় মুসলিমদের মধ্যে রয়ে গেছে

আসলে হাকিমিয়ার মাস্যালা বুঝান অনেক কঠিন

এই জিহাদের মুসলিমরা সামরিক বা রাজনৈতিক কোন বিজয়েই পায় নি

তবে হকের পক্ষে টিকে থাকাই বিযয়।

২য় প্রকার এই যুদ্ধকে আমরা বলি লোকাল জিহাদ

এই জিহাদের বেশিরভাগ শাইখরাই বন্দি বা শহীদ হয়েছেন

এই সময়েই শুরু হয় রাসিয়ার আফগান আক্রমণ

যারা ক্লাসিক জিহাদে বিশ্বাসী ছিল আর যারা এতদিন লোকাল জিহাদ করতেছিল তারা যেন দেখতে পায় এক নতুন সপ্ন

আর এটা ছিল খিলাফাতের সপ্ন

ক্লাসিক জিহাদ করেছেন, উমর মুখতার রঃ ইতালির বিরদ্ধে, শহীদ ইসমাইল রঃ ব্রিটিশ দের বিরুদ্ধে, ইমাম সামিলের নাতিরা আর অনেক অনেক অনেকে

লোকাল জিহাদ করেছে সাইয়েদ কুতুব রঃ এর কিছু ছাত্র রা আর বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু জামায়াত

মুসলিম দেশ গুলো দখল থেকে আধুনিক যে ভাগ গুলো হয়েছে সেই পর্যন্ত - ক্লাসিক জিহাদ

আর এই দেশ গুলো গঠনের পর থেকে আফগান জিহাদ পর্যন্ত লোকাল জিহাদ পুরাদমে চলেছে তবে বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই জিহাদের অস্তিত্ব ছিল

ক্লাসিক জিহাদি, লোকাল জিহাদি, আর সাধারন আলিম ও ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা আফগানিস্থানের এই যুদ্ধে যোগ দেয়

এমনকি বাংলাদেশ থেকেও প্রায় ১৭ হাজার মুজাহিদ অংসগ্রহন করেছেন

আর এই জিহাদকে বলা হয় রিজিওনাল জিহাদ বা আঞ্চলিক জিহাদ

সাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রঃ এই আঞ্চলিক যুদ্ধের দাওয়াত বৈশ্বিক ভাবে ছরিয়ে দেন এতে বিশেষ করে আরব থেকে যুবকরা আফগানে ছুটে আসে

আমাদের প্রিয় সাইখ উসামা রঃও তাদের একজন

আফগানে আরব মুজাহিদ দের ২ টা ক্যাম্প ছিল

১। ইয়ামিনি ক্যাম্প - এই মুজাহিদ দের দরবেশ মুজাহিদ বলা হত

তারা সারাদিন জিহাদের কাজ করে রাতে নফল ইবাদতে লেগে যেত

২। মিশরি ক্যাম্প
এরাই আসলে আধুনিক জিহাদের ভিত্তি প্রস্তুত কারি

এরা দিনের বেলায় জিহাদ করার পাশাপাশি সব মুজাহিদ দের গভির ভাবে পর্যবেক্ষণ করতো

আর রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজেরা এই নিয়ে প্লান করতো, কিভাবে এই যুদ্ধ থেকে খিলাফা ফিরিয়ে আনা যায়

এদের অনেকে ১ম দিকে ইখ্বয়ান করেছে বাট পরে অনেকে জিহাদি হয়েছে অনেকে সাইয়েদ কুতুব রঃ এর আদর্শে উজ্জবিত ছিল, বিশেষ করে শাইখের লাস্ট জিবনের আদর্শে

আবার এদের অনেকে ছিল ইখ্বয়ানের কাজের মানহাযগত বিরোধী, যারা শুরু থেকেই জিহাদি ছিল

তাদের মধ্যে সাইখ আইমান ও সাইখ আব্দুল কাদির হাফিযাহুমুল্লাহ অন্যতম

আর আব্দুল্লাহ আযযাম এদের সাথে ছিলেন যদিও কিছু বিষয়ে ইজতেহাদ ভিন্ন ছিল

মজার বিষয় হল, আরব মুজাহিদ দের একটা ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল আল কায়দা নামে

ঐ ট্রেনিং ক্যাম্প এর নামেই তাদের নামে হয়ে গেল

জামায়াত কায়দাতুল জিহাদ

তো ঐ সময় একেক জন একেক প্রস্তাবনা দিয়েছিল

কেউ বলেছিল আফগানে যুদ্ধ শেষে মিশরে ফিরে গিয়ে ঐ দেশের শাসকের বিরুদ্ধে ফাইট করবে

অনেকে বলেছে ইয়ামেনের শাসকের বিরুদ্ধে ফাইট করবে

আর আব্দুল্লাহ আযযাম আর সাইখ উসামা মিলে বাইতুল আনসার নামে একটা সংগঠন খুলে , আরবের থেকে দান সাদাকা গুলো তাদের কাছে আসত

সাইখ উসামা সবার মতামত সুনে কিন্তু উনি বলেন যে আমরা সব মুরতাদ দের বিরুদ্ধে ফাইট করবো ঠিক আছে তবে সবার আগে আমরা যুদ্ধ করবো আমেরিকার বিরুদ্ধে

এটা ১৯৯০ এর দিকে কথা, তখন তালিবান প্রতিষ্ঠিত হয় নি

আমেরিকাকে যুদ্ধে আনা কঠিন ব্যপার ছিল, এজন্য বিভিন্ন আরব ও আফ্রিকা দেশে আমেরিকার দুতাবাসে হামলা করে কিন্তু আমেরিকা সরাসরি যুদ্ধে আগ্রহি ছিল না

তারা বিভিন্ন সাপোর্ট দিয়ে দালাল শাসক দের লেলিয়ে দিত মুজাহি দের বিরুদ্ধে

তখন কি আমেরিকা সুপার পাওয়ার ছিলো? সভিয়াতের পরাজয় মানে আমেরিকা একক সুপার পাও্যার

এই সময় সাইখ উসামা আরবে চলে যান

আর উপরুক্ত হামলা গুলোর কারনে আস সউদি পরিবার কে আমেরিকা চাপ দিতে থাকে সাইখ উসামাকে বের করে দিতে

এসময় আর কিছু ঘটনা ঘোটে যার পরিপ্রেক্ষিতে সাইখ উসামা সউদি সরকারের সাথে চুক্তি করতে যান

একদম ফাইনাল মুহূর্তে মিশরের সেই কয়েকজন আইডলজিক্যাল সাইখ, সাইখ উসামাকে বলেন আল্লাহর উপর ভরসা করে হকের পথে তিকে থাকুন

মজার ব্যপার হল ঐ ইয়ামেনের খান্দানের ব্যপারে রাসুল সঃ এর সু সংবাদ আছে

ঐ সময় সাইখ চুক্তি না করে চলে আসেন

এই জন্য কাফির রা আসলে ঐ মিশরের কয়েকজন কেই বেশি দোষ দেয় যারাই মূলত সাইখ উসামাকে উসামা বানিয়েছেন

পরে চুক্তি না হওয়ার কারনে সাইখ কে সউদি থেকে বের করে দেয়

এদের মধ্যে সাইখ আইমান অন্যতম

ঐ সময় সুদানে ইসলামি ধারার সাশক আত তুরাবি ছিলেন

সাইখ কে তারা আশ্রয় দেন

এখানে আপনাদের একটা ইম্পটেন ফিকহ জানাই

একজন কে যখন অন্য কেউ নিরাপত্তা দেওয়ার অঙ্গিকার নেয় তখন তা পালন করা ফরজ যদিও তাকে ধ্বংস করা হয়

এরাই আসলে আনসার

আমাদের আনসার ভাইদের জন্য এটা বুঝা জরুরি

যারা আমাকে নিরাপত্তা এর অঙ্গিকার দেয়নি তাদের ক্ষেত্রে হুকুম তা এমন নয়

আল কায়দা সুদানে গিয়ে ফুলদমে কাজ শুরু করেন

তাদের লক্ষ্য বৈশ্বিক জিহাদ

এটাই হল আঞ্চলিক জিহাদের পরের ধাপ

সব দিক থেকে আমেরিকাকে আক্রমন করা

এই সময় সুদানের শাসক আমেরিকার ভয়ে গাদ্দারি করে

সাইখ উসামাকে বলে চলে যেতে

আর ওদিক দিয়ে তালিবান রা খমতায় চলে আসে

সাইখ তখন তালিবানদের কাছে বারতা লিখে

তারা সাইখ কে সাদরে গ্রহন করে, এমনকি সাইখ যখন আফগানে অবতরন করে তখন তালিবানদের বিমান মন্ত্রি নিজে এসে রিসিভ করে

আল কায়দা স্থির হওয়ার যায়গা পায়

আল কায়দার লক্ষ্য আমেরিকাকে যুদ্ধে নামান

বায্যিক ভাবে আল কায়দা তখন ততটা শক্তিশালী নয়

এবার সেই পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি

তালিবান দের সাথে আহমাদ শাহ মাসুলের ঝামেলা

যে মূলত আমেরিকার দালাল ছিল যদিও সবিয়াতের বিরুদ্ধে প্রানপন লরাই করেছে

আর তালিবান সহজে আহমদ শাহ মাসুদের সাথে পেরে উঠতে ছিল না

এটা এই পর্যন্ত মাথায় রাখেন

আল কায়দা এই সমস্যা খুব সহজেই মিটিয়ে ফেলে

২ জন ইস্তেসাদি মুজাহিদ আহমদ শাহ মাসুদ কে হত্যা করে

সাইখ উসামার নাম তখন সারা বিশ্বে অনেক ছরিয়ে ছিল, তবুও সে আল কায়দা ও তালিবান দের সাথে গভির সম্পর্ক তইরির জন্য মোল্লা উমর রঃ এর হাতে বায়াত দেন

এদিক দিয়ে আমেরিকা চাচ্ছিল না যে তালিবান রা খমতায় থাকুক

তাই ১৯৯৯ তে তারা পারবেজ মশাররফ কে খমতায় আনে আর আফগান কে চতুর্দিক থেকে অবরোধ দেওয়া হয়

এমনকি আমেরিইকার সৈন্য রা ১৯৯৯ তেই পাকিস্থানে আশা শুরু করে

আমেরিকা চাচ্ছিল অবরোধ দিয়ে আফগান কে সুশে নিতে আর পরে কোন গাদ্দার এর মাধ্যমে তালিবানদের ক্ষমতাচ্যুতয় করতে

আল কায়দা এটা খুব ভালো করেই বুজতেছিল

অনেকে মনে করে ৯/১১ এর কারনে তালিবান রা ধ্বংস হয়েছে

এটা অনেক ভুল ধারনা

এই বিষয় তা বুঝেই আল কায়দা চাচ্ছিল আমেরিকা প্রস্তুত হওয়ার আগেই আফগানে হামলা করুক

তাছারা আমেরিকাকে দীর্ঘ মেয়াদে ফিল্ড এ নামাতে আল কায়দা আগে থেকেই চাচ্ছিল

১৯৯৬ তে প্লান করা হয়েছে আমেরিয়াক্তে বড় হামলা করতে হবে

যেই আযাব আমারিকার উপর ২০০১ এ এসে পরে

স্বাভাবিক ভাবেই আমেরিকা যুদ্ধে নেমে গেল

এর এর জন্য মুসলিম দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খতিগ্রস্থ হল আফগানের মুসলিম আর তালিবান রা

কিন্তু ওয়ায়াদার দাম এর থেকে বেশি

আল্লাহ মোল্লা উমারের পরীক্ষা নিলেন আর উনি পরিক্ষায় পাশ করলেন আলহামদুলিল্লাহ্

যুদ্ধ মাত্র শুরু হল

২ মাস এ শেষ করা যুধ ১৯ বছর লেগে গেল যা এখনো শেষ হয় নি

এবার একটা ইম্প বিষয়

এই যুদ্ধে তালিবান দের জন্য আল কায়দা কি করল?

আল কায়দা খুব ভালো করে জানে , আমেরিকা তার শক্তি নিয়ে আক্রমন করলে একলা তালিবান দের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যাবে

তাই আল কায়দা ছরিয়ে গেল আর আমেরিকাকেও ছরিয়ে দিল

যেখানেই আমেরিকা আছে সেখানেই মার

সাইখ উসামা বলেছিলেন, তুমি যদি দেখ সত্রুর এক গাল তার হাত দিয়ে ধেকে রেখেছে তাহএল আরেক গালে চপাত করে চর বসিয়ে দেও

ইস্রাইলে এট্যাক করা অনেক কঠিন একটা ব্যপার

কিন্তু আমেরিকাকে এট্যাক করা অনেক সহজ

কারন আমেরিকা নিজেদের রাজত্ব বিশ্বে এততাই ছরিয়ে রেখেছে তার অতটুকু শক্তি নাই সব জায়গায় নিজেকে রক্ষা করবে

🆎দুয়াঃ আলহামদুলিল্লাহ, সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হে আল্লাহ,আমাদের হাজিরা পেরেড এর সকল সম্মানিত মুজাহিদ ভাই সহ, সকল মুমিন নর-নারি,মুজাহিদ ভাই-বোন্দেরকে আপ্নি দুনিয়া আখিরাতে ক্ষমা দান করুন,নিরাপত্তা দান করুন।আপ্নাকে সন্তুস্ট করার তৌফিক দান করুন।সর্ব উত্তম হিদায়াত,ইমান, আমল,ইখলাস,ইলম,তাকওয়া,তাওয়াক্কুল,তাজকিয়া দান করুন।সর্ব উত্তম মুজাহিদ ও শহিদ হওয়ার তোউফিক দান করুন,সবর ও সাদাকা করার তৌফিক দান করুন।দুনিয়া আখিরাতে কল্লান দান করুন,জাহান্নাম ও কবর এর আযাব থেকে আস্রয় দান করুন,জান্নাতুল ফিরদাউস এর মালিক বানিয়ে দিন,আপ্নার দর্শন লাভের তৌফিক দান করুন,নবিজি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনার সাথি হয়ে জান্নাতে থাকার তোউফিক দান করুন। আমাদের পিতা-মাতা, পরিবার পরিজনকে দুনিয়া আখিরাতে ক্ষমা দান করুন, নিরাপত্তা দান করুন,কল্লান দান করুন।ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুম আমাদের সকল বন্দি- মজলুম, অত্যাচারিত মুমিন, মুজাহিদ ভাই - বোন্দেরকে আপ্নি ক্ষমা দান করুন,নিরাপত্তা দান করুন, দ্রুত মুক্তি দান করুন,সর্ব উত্তম মুজাহিদ এবং শহিদ হওয়ার তৌফিক দান করুন, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আলহামদুলিল্লাহ, সল্লাল্লাহু আলা রসুলিহি ওয়াসাল্লাম 👤

📘👉আমি যা কিছু বলেছি তার ভিতর সকল ভালো কথা আমাদের রব আল্লাহ সুবানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে, আর যা কিছু খারাপ বলেছি - ভুল বলেছি তা আমার নিজের তরফ থেকে এবং শয়তানের তরফ থেকে।......... আস্তাগফিরুল্লা......... আলহামদুলিল্লাহ........ ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু আলা রসুলিল্লাহ👈 📘👉সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবি হামদিকা আশহাদুআল্লাহ ইলাহা ইল্লা আংত আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।👈